PROF. AMAL CHATTOPADHYAY, ASSOCIATE PROFESSOR & HEAD,
DEPTT. OF PHILOSOPHY

Class: B.A. 2nd Semester
Sub: Philosophy (Honours), Paper: C3-T
Topic: The Sāmkhy Philosophy (Short Answer-Type Questions, two Marks each)

Study Material No. - 01

Q.No. 01 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ কি?

Ans. সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রাচীন দর্শন হল সাংখ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল - এই দর্শনের নাম সাংখ্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি মত পাওয়া যায়:-

প্রথমতঃ কোন কোন চিন্তানায়ক বলেন, সংখ্যা থেকে সাংখ্য কথার উৎপত্তি। জ্ঞানের বিষয়ের সংখ্যা-গণনার ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই দর্শনকে সাংখ্য বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ চিন্তাবিদ্ বলেন, 'সংখ্যা' কথার অর্থ সম্যক-জ্ঞান। যে দর্শন সম্যকজ্ঞানের পরিচয় দেয় তারই নাম সাংখ্য। উল্লেখ্য যে, সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি।

Q.No. 02 সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

Ans. ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাংখ্য দর্শন সর্বপ্রাচীন দর্শন। সাংখ্য চিন্তার উৎস শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সর্বত্রই খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থে, বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫/২) সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনির নাম পাওয়া যায়।

কাজেই, কপিলমুনি সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শনের প্রথম গ্রন্থের নাম সাংখ্য-সূত্র। বলা বাহুল্য, কপিল মুনিই এই সাংখ্য-সূত্রের রচয়িতা।

Q.No. 03 সাংখ্য দর্শনে কয়টি প্রমাণ স্বীকার করা হয় ও কী কী

Ans. প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যুক্তি বিজ্ঞান যে সূত্র বা নিয়ম অনুসরণ করে তাকেই ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ বলা হয়। অর্থাৎ যে উপায়ে বা যে সূত্রের সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই প্রমাণ বলে। গৌতম প্রমাণের সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রমাণ চার প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি) তিনটি প্রমাণ স্বীকার করে। সেগুলি হল: প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ।

Q. No. 04 ন্যায় দর্শনকে ট্রিস্তরীয় বলা হয় কেন?

Ans. ন্যায় ও বৈশেষিক মুক্তির আলোচনা করেই দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কারণে ন্যায় দর্শনকে ট্রিস্তরীয় বলা হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম। তিনি ন্যায় সূত্রে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত প্রায় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই জন্য ন্যায় দর্শনকে ট্রিস্তরীয় বলা হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম। তিনি ন্যায় সূত্রে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত প্রায় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই জন্য ন্যায় দর্শনকে ট্রিস্তরীয় বলা হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম। তিনি ন্যায় সূত্রে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত প্রায় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই জন্য ন্যায় দর্শনকে ট্রিস্তরীয় বলা হয়।

Q. No. 05 মুখি আস্তিক দর্শনের নাম লেখ যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে।

Ans. ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন দুটি আস্তিক হলেও নিরীশ্বরবাদী। মীমাংসা ও জৈমিনি দর্শন আস্তিক, কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করে না। সাংখ্য ও যোগ দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে। চার্বাক দর্শন নাস্তিক। এরা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মফল কিছুই মানে না। এরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ মানে না। এরা বস্তুবাদী। এরা মনে করে দেহই আত্মা। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ। এরা ভোগবাদী। এরা মনে করে অর্থই পরম পুরুষার্থ। এরা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মফল কিছুই মানে না। এরা বস্তুবাদী। এরা মনে করে দেহই আত্মা। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ। এরা ভোগবাদী। এরা মনে করে অর্থই পরম পুরুষার্থ।

Ans. চার্বাক দর্শনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন না তাঁরা নাস্তিক। এরা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মফল কিছুই মানে না। এরা বস্তুবাদী। এরা মনে করে দেহই আত্মা। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ। এরা ভোগবাদী। এরা মনে করে অর্থই পরম পুরুষার্থ।